ডিপফেকস এবং মানবসমাজের গতিশীলতা

Dr. Sayanti Kar
Faculty
Department of Environmental Science
Asutosh College
sayanti.kar@asutoshcollege.in

ছোটবেলাতে স্কুলে একটা প্রবন্ধ খুব লিখতে দিত –বিজ্ঞান অভিশাপ না আশীর্বাদ! মাথা থেকে বের করে, অনেক যুক্তি একসাথে এনে, গল্প বানিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে লেখাও হতো অনেক কিছুই। আশীর্বাদের ঝুলিটা এতটাই ভরে যেত যে , অনেক মাথা হাতড়িয়েও এদিক ওদিক থেকে খুঁজে, মনগড়া কিছু পয়েন্ট মাথায় এনেও ভরিয়ে তোলা যেতনা বিজ্ঞানের অভিশাপের দিকটা। বিজ্ঞান সেতো সর্বাঙ্গে ভালো একটা ব্যাপার। তার আবার দোষ থাকতে পারে নাকি ! তবু কোথাও যেন ছুঁয়ে দেখা যেতোনা সবটা। এই সবটা কে ছুঁয়ে দেখার স্বাদ নিতেই তো এই বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে আসে। সেই থেকে পথ চলা শুরু।

আসতে আসতে সময় যত বেশি করে এগোতে লাগলো, দেখলাম বিজ্ঞানই পারে একেবারে সমস্তটা হাতের মুঠোয় এনে দিতে। কিন্তু তার ক্ষতিকর দিকটাও খুব চিন্তার। তার যতটাই সদ্ব্যবহার, ঠিক ততটাই অপব্যবহার। ঠিক এরকমই একটা অসুবিধার নাম ডিপফেকস।

গত এক বছর সময় ধরে বহুল আলোচিত বিষয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সাথে ডিপফেকস প্রযুক্তি। ডিপফেকস নামটার মধ্যেই ফেক শব্দটা লুকিয়ে। এটি এমন একটি প্রযুক্তি, যেখানে ভিজুয়াল প্রমাণগুলো সহজেই হেরফের করা যায় সেখানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিস্থাপন, তার কার্যকারিতা, সংরক্ষণের প্রচেষ্টারও পর প্রভাব ফেলে। এই প্রযুক্তিতে উন্নত মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম- এর ব্যবহার করে উচ্চবাস্তবসম্মত ছবি, অডিও এবং ভিডিও তৈরি করা হয়, যা আসলে কোনোদিন বাস্তবে ঘটেইনি। খুব স্বভাবতই মানুষ ভরসা হারায় তথ্যের ওপর।

ডিপফেকস প্রযুক্তি বিজ্ঞানের এমনই কটা দিক যার উত্থান, বাস্তবতাকে হেরফের এবং বিকৃত করার ক্ষমতা রাখে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রাকৃতিক বিশ্ব সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধিও ভূমিকার ওপর সন্দেহের ছায়া ফেলে। যত দিন যাবে বিজ্ঞান তো উন্নত হবেই কিন্তু তাকে সঠিক কাজে লাগানো, বিচক্ষণতার সাথে ব্যবহার করা খুবই প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি মৌলিক তথ্যের অখণ্ডতা, বৈজ্ঞানিক প্রমাণের নির্ভরযোগ্যতা , দায়িত্ব এবং তার টেকসইতার প্রতিশ্রুতি। ডিপফেক প্রযুক্তির বিস্তার এই বিশ্বাস আর ভরসা কেক্ষুণ্ন করে। নানা বিষয়ে বা নানোছবি, ভিডিও আমাদের আশেপাশে ঘটা বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে ধারণা কে বিকৃত করে। শুধু মানুষের ঘটানো বিভিন্ন ঘটনাই নয়, এর প্রভাব পরিবেশের ওপরও বহুমুখী। পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়কেও বিকৃত করে ভিডিও, ভুল তথ্য হুহু করে ছড়িয়ে পরতে থাকে বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে, যার ফলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, তার নীতি উদ্যোগের ওপর ভরসা হারায় মানুষ। সামাজিক, পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাকে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন ভাবে বিকৃত করা হয় এতটাই নিখুঁতভাবে, যেটা দেখলে অবিশ্বাসের জায়গা থাকে না। মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভুল বোঝানো এখন হাতের মুঠোয়।

বিজ্ঞানের অভিশাপ, আশীর্বাদ দুটোই ছিল শুরু থেকেই।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মনে হয় যতদিন যাচ্ছে ছোটবেলার রচনাটা আবার লিখতে মন চাইছে, এখন হাতের মুঠোয় অনেক বেশি পয়েন্ট। আমাদের মানুষের ই তৈরি করা বিষয়গুলোই আমাদের সামনে এমন কিছু ঝুঁকি নিয়ে সামনে

দাঁড়াচ্ছে যে, তাতে খানিকটা থেমে, সময় নিয়ে ভাবতেই হয়। বিকৃত করা আগেও ছিল কিন্তু তা যখনই মানুষের ক্ষতি করে, সাথে মানুষের মনকেও বিকৃত করে দেয় সমস্যা সেখানে হয়।

একজন মানুষের মুখে আর একজনের কথা, একজনকে সরিয়ে আরেক জনের ছবি, ভিডিও যখন ভাইরাল হতে থাকে, আর সাধারণ মানুষ হাতড়ে চলে সত্যি মিথ্যে কে সমস্যা শুরু হয় সেখান থেকেই। ডিপফেকেসর প্রভাব, তাদের দ্বারা তৈরি হওয়া চ্যালেঞ্জ তাকে বিচক্ষণতার সাথে সঠিক পথে পরিচালনা করা আমাদের কর্তব্য। একদিন হয়ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ছাপিয়ে যাবে মানুষের মন কেও, সেই কৃত্রিমতার যুগেও কতটা আমরা পারব ধরে রাখতে নিজেদের অস্তিত্ব সেটাই চ্যালেঞ্জিং।

ফেক- টাকে ডিপ হতে না দিয়ে যদি আমরা আরো একটু ডিপ – রিয়েলিটি এরদিকে এগিয়ে যাই তাহলে মন্দ কি!